বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১২

Innovation in Education-12

১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৫

শিক্ষায় উদ্ভাবন-১২
Innovation in Education-12

উপদেষ্টা:
প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম
মহাপরিচালক, নায়েম

সম্পাদনায়:
নায়েম ইনোভেশন কমিটি

নায়েম ইনোভেশন কমিটি:

প্রফেসর ড. তাহসিনা আক্তার পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম	সভাপতি
প্রফেসর ড. উম্মে আসমা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
মোঃ শওকত আলী প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস), নায়েম	সদস্য
জনাব পুলক বরণ চাকমা সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম	সদস্য
জনাব স্বপন কুমার সাহা প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য সচিব

প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (অনুষদ)

জনাব আসমা আক্তার খাতুন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য
জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন সেলিম প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম	সদস্য

কোর্সের ইনোভেশন কমিটি (প্রশিক্ষণার্থী)

স্মৃতি রানী চৌহান আইডি ন.-২০	(প্রভাষক, অর্থনীতি)	সদস্য
বিধান কুমার মুহুরী আইডি ন.-২৪	(প্রভাষক, রসায়ন)	সদস্য
শিরিন আক্তার আইডি ন.-৬৮	(প্রভাষক, ভূগোল)	সদস্য
প্রণব মজুমদার আইডি ন.-৭৩	(প্রভাষক, গণিত)	সদস্য
শামীমা নাসরিন আইডি ন.-১৩০	(প্রভাষক, অর্থনীতি)	সদস্য
মোঃ এরশাদ আলী আইডি ন.-১৫১	(প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান)	সদস্য

প্রচ্ছদ ডিজাইন:
মোঃ কামাল হোসেন
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (ফিশারিজ)
ঢাকা কলেজ, ঢাকা

মুদ্রণ:
নাজির ডিজিটাল কম্পিউটার্স
১৩ নং সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯১৭-৯৬১৪৭০, ০১৭০৭-১৬১৪৭০
E-mail : kamalbd23@gmail.com

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০, ২০২১

সহযোগিতায়:
এটুআই প্রকল্প

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নায়েম রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
- মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উন্নতমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।
- সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
ও চিফ ইনোভেশন অফিসার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অপরিহার্য, আর সেজন্য পরিমাণগত নয় মানসম্মত শিক্ষার বিকল্প নেই। বিজ্ঞান তথা তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প বিপ্লবের মূলস্রোতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন উদ্ভাবনমুখী শিক্ষা ।

যে জাতির উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্ভাবন কৌশল যত বেশি যুগোপযোগী সেই জাতি তত সফল। বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণ শিক্ষার মানোন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বকীয়তা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের উদ্ভাবনী চিন্তার চর্চা করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের ভাবনার জগতে উদ্ভাবনী চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের নানাবিধ উপায়ে সক্রিয় করতে পেরেছে।

উদ্ভাবন ধারণাগুলো বাস্তবায়নে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। আইডিয়া শোকেসিং কার্যক্রম দেশের সর্বত্র সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল দপ্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কর্মস্থলে শিক্ষার সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করবে। এভাবে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন ত্বরান্বিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ হাসানুল ইসলাম

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

বাণী

সোনার বাংলা বিনির্মাণে মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পাঞ্জেরি হতে পারে আমাদের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ। শিক্ষার বর্তমান অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নিতে জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে নতুন নতুন উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মাঝে মননে কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অর্জন হবে যুগোপযোগী, শিক্ষার্থী বান্ধব ও বৈচিত্র্যময় ও সৃজনশীল।

শিক্ষা অর্জনের জন্য নায়েমে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে উদ্ভাবন শিরোনামে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে তারা জাতিকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নায়েম কর্তৃপক্ষ ও ১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ যে প্রকল্পগুলো উদ্ভাবন করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এ কার্যক্রমে তাদের সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম
মহাপরিচালক
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

বাণী

তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করের টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় সেবা ও শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে উদ্ভাবন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে একীভূত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবাসহ সকল ক্ষেত্রে সেবা আদান-প্রদানের সুবিধা দৃশ্যমান। নাগরিক সেবা আরও দক্ষতার সাথে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই সরকারি কর্মচারীদের মেধা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ জনকল্যাণে কাজে লাগানো প্রয়োজন। সরকারি কর্মচারীদের উদ্ভাবনী ধারণা জনকল্যাণে ব্যবহারের জন্য প্রত্যেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে 'ই গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন' কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন আবশ্যক করা হয়েছে। 'ই গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন'- এর মাধ্যমে সেবাসহজীকরণ ও সেবা প্রদানের নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা সময় ও অর্থ সাশ্রয়সহ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার সীমিত করতে পারি। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মানের জন্য 'রুপকল্প ২০৪১' এবং এসডিজি ২০৩০ বাস্তবায়নের জন্য একীভূত ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে উদ্ভাবন অপরিহার্য। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন শিক্ষক-কর্মকর্তাদের জন্য ইনোভেশন শোকেসিং এর আয়োজন করেছে যা মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

আমি আশা করি, ১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কর্মকর্তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম

প্রফেসর এস এম রবিউল ইসলাম
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম
ও কোর্স পরিচালক
১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

কিছু কথা

'ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিস' কথাটি বর্তমান সময়ের একটি অনবদ্য শ্লোগান। বর্তমান সরকার জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সেই সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজ ও দ্রুততর করার চেষ্টাই হলো উদ্ভাবন। শিক্ষাকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও উদ্ভাবন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অনলাইন ভর্তি, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, দূরশিক্ষণ, অনলাইন পাঠদান, ই-বুক, ই-লাইব্রেরি এর প্রকৃষ্ট উদাহারণ। শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নায়েম এটিকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। চলমান ১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণও এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো উদ্ভাবনী আইডিয়া তৈরি করেন, যার ভেতর থেকে নির্বাচিত ১২টি আইডিয়াকে নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে একটি বুকলেট। আইয়িাগুলো সংরক্ষণের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রফেসর এস এম রবিউল ইসলাম

ভূমিকা

বিশ্বের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানুষের অনুসন্ধানী মন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নব নব আবিষ্কারে মানুষ তার জীবনকে করেছে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের সৃষ্টিশীল মন মানুষের কল্যাণ কামনায় নিরন্তর নিয়োজিত রেখেছে। যেখানে সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেখানে সেবার মানের উন্নয়নের চেষ্টা তার থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেবার মানের উন্নয়নের জন্য Innovation বা নতুন উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতাই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন, স্বল্পব্যয়ী শিক্ষাপোকরণের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের প্রবর্তন, ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহার ইত্যাদি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য আরো নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অভিনব কৌশল উদ্ভাবনে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রেক্ষাপট

সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমন অতীব জরুরি। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকার জনপ্রশাসনে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে। ২০১২ সালে গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং ২০১৩ সালে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'ইনোভেশন টিম' গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। জনগণের সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতীয় উন্নয়ন আরো বেগবান করা সম্ভব- এ ধারণাকে সামনে রেখে "জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন" বিষয়টি অধিক বিবেচিত। সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ করে সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুলভ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর মাধ্যমে শিখন ও শেখানো প্রক্রিয়ার সহজীকরণ ও মানোন্নয়নের জন্য নতুনত্ব উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন আজ সময়ের দাবি। শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহজ ও আনন্দঘন করতে, শিক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করতে এবং যুগের চাহিদা মিটাতে কাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষায় নতুন নতুন উদ্ভাবন যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারে।

সেবার মান উন্নয়নে নায়েম কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ সেবাদান প্রক্রিয়াকে সহজীকরণে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

- সিটিজেন চার্টার প্রকাশ
- ক্যাফেটেরিয়ায় সেলফ সার্ভিস চালুকরণ
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু
- ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ব্যবহার
- বক্তা মূল্যায়ন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন (ডিজিটাল পদ্ধতি)
- অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকারের জন্য শুদ্ধাচার কৌশল অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্তন
- সমগ্র নায়েম ক্যাম্পাস সি সি ক্যামেরার আওতায় আনা
- হোস্টেলের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য ইলেকট্রনিক হাজিরা পদ্ধতি চালুকরণ
- ই-ফাইলিং
- প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রশিক্ষণ শেষে ভাতাদি প্রাপ্তির জন্য BEFTN
- কোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

নায়েমের হোস্টেল ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অধিকতর কার্যকর সেশন ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, চিকিৎসা সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ, প্রশিক্ষণার্থী বাছাই প্রক্রিয়া উন্নতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মানোন্নয়নের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে নায়েম বিপিএটিসির IPS-TQM প্রকল্পের পার্টনার ইন্সটিটিউট হিসেবে 'টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ও কাইযেন' চর্চার প্রসার ঘটাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় 'সেবা প্রদান সহজীকরণ ও উদ্ভাবন' কর্মসূচির সম্পৃক্ততা মানোন্নয়নের এই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করেছে।

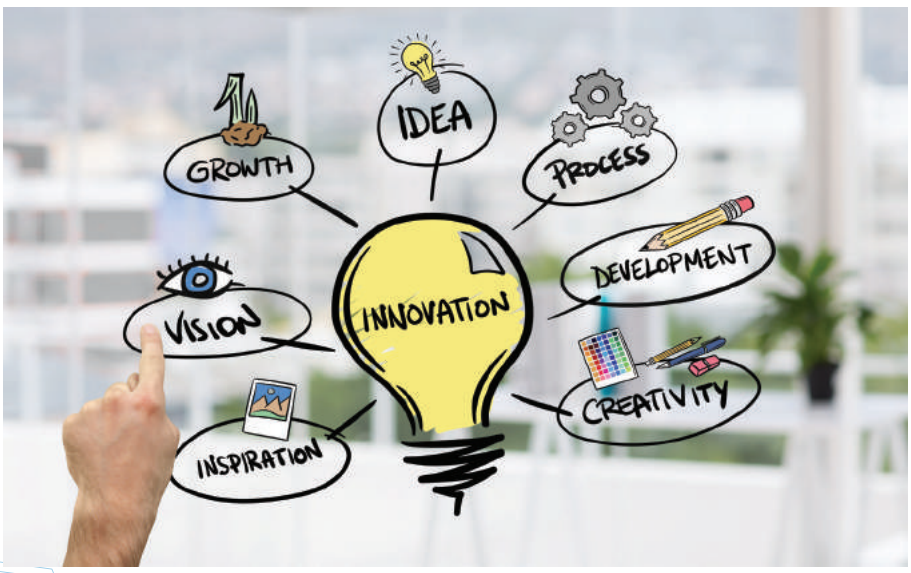

শিক্ষায় উদ্ভাবন: নায়েম মডেল

বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইনোভেশন ইন এডুকেশন আজ সময়ের দাবি। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে নায়েম নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রতিযোগিতা ও শোকেসিং' আয়োজনের এই পদক্ষেপ। নায়েমের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও নৈতিকতা কমিটি'র তত্ত্বাবধানে 'নায়েম ইনোভেশন কমিটি' ও 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স' সার্বিক আয়োজনের সমন্বয় সাধন করছে।

ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা সৃষ্টি

২) সৃজনশীলতার চর্চা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির গুণগত উৎকর্ষতা সাধন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নয়ন

৩) স্বল্পব্যয়ী ও স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে উদ্ভাবনসমূহকে কাজে লাগানো

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহের সমন্বয়ে 'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সথে শেয়ারিং

৫) অংশীজনের সেবাপ্রাপ্তির সহজীকরণ

৬) প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাদান পদ্ধতির উন্নয়ন

কর্মপদ্ধতি

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণকে এটুআই (A2I) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দ্বারা সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নায়েম ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ওয়ার্ম আপ সেশন পরিচালনার পর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের ৭/৮ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়।

প্রতিটি দল সেবা সহজীকরণ ও মানোন্নয়নে আইডিয়া উদ্ভাবনে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে:

ক) চিন্তন দক্ষতার ব্যবহার (Critical Thinking),

খ) দলীয় সদস্যদের মধ্যে আলোচনা (Communication)

গ) পরস্পর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় (Collaboration)

ঘ) সমস্যার সমাধান/উপায় নিরূপণ (Creativity)

প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ রিভিউ করার জন্য মনোনীত মেন্টরগণ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাধিক সভায় মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ পরিমার্জিত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ প্রতিযোগিতার জন্য জমা দেন।

উদ্ভাবন বিষয়ক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ শিক্ষায় উদ্ভাবন শীর্ষক শোকেসিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলসমূহকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

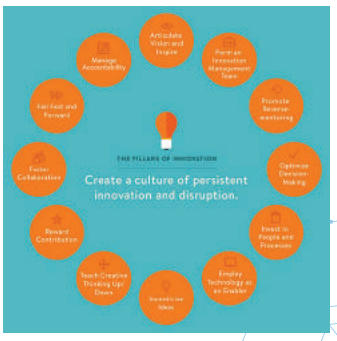

নায়েম ধাপে ধাপে ইনোভেশন আইডিয়া প্রতিযোগিতাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের 'সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

↓

ইনোভেশন আইডিয়া বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ম-আপ সেশন পরিচালনা

↓

প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে দল গঠন ও ইনোভেশন আইডিয়া আহ্বান → ১৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে ৩১টি দল গঠন করা হয়

↓

প্রতিটি দলের জন্য একজন অনুষদ সদস্যকে মেন্টর হিসেবে মনোনয়ন প্রদান → ৩১টি দল মোট ৩১টি আইডিয়া জমা প্রদান করে

↓

মেন্টর কর্তৃক খসড়া আইডিয়াসমূহ পর্যালোচনা এবং ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে ইনোভেশন খসড়া আইডিয়াসমূহ চূড়ান্তকরণ ও জমাদান → চূড়ান্ত বাছাইয়ে ১২টি আইডিয়া মনোনীত করা হয়

↓

ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন কৌশলসহ ইনোভেশন মেলায় উপস্থাপন এবং অর্জনসমূহ প্রদর্শন → ১২টি চূড়ান্ত আইডিয়া মেলায় উপস্থাপন

↓

মেলায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ হতে সেরা তিনটি আইডিয়াকে নায়েম ইনোভেশন এওয়ার্ড প্রদান → ৩টি আইডিয়াকে এওয়ার্ড প্রদান

↓

নির্বাচিত আইডিয়াসমূহ প্রচারের জন্য এটুআই এর www.ideabank.eservice.gov.bd তে উপস্থাপন

'উদ্ভাবনী আইডিয়া ব্যাংক' সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে শেয়ারিং

আইডিয়া শোকেসিং এ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে সনদ প্রদান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশের উন্নয়ন, সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, উদ্দীপনামূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতির উদ্ভাবন, শ্রেণিকক্ষে সুলভ প্রযুক্তির ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রমে এই প্রতিযোগিতায় উদ্ভাবন মডেলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

উপসংহার

সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতিমুক্ত, জনকল্যাণমুখী ও নৈতিকতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমে শিক্ষা প্রধান হাতিয়ার। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা ও নৈতিকতা লাভের কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এর ব্যবহার শিক্ষা তথা দেশের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখবে।

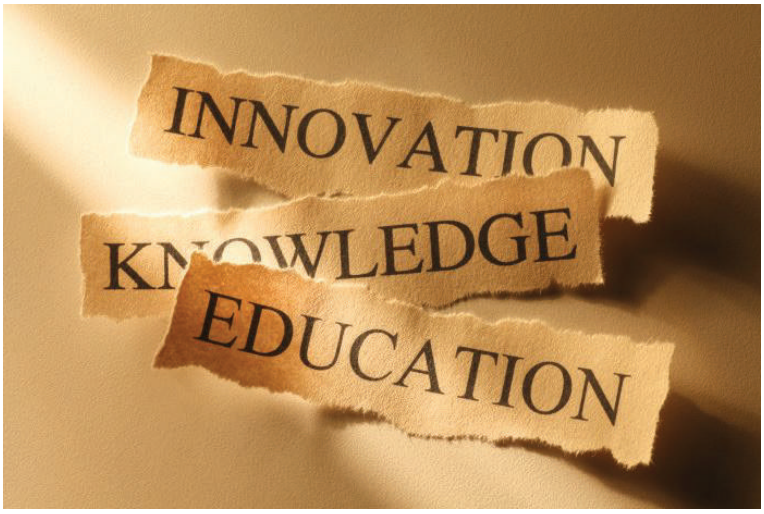

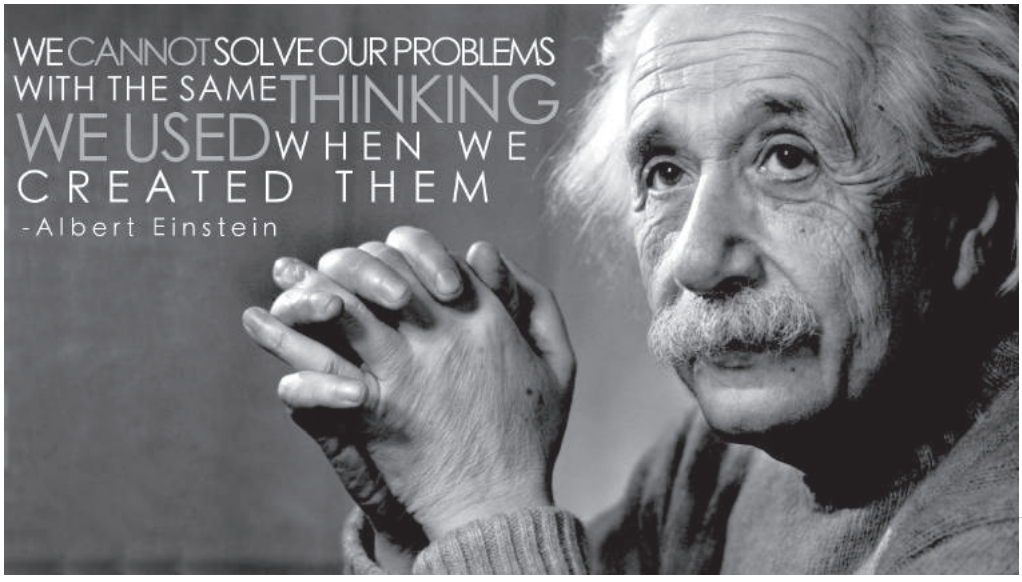

গ্রুপ নং-০৫

আইডিয়ার শিরোনাম : একটি মোবাইল অ্যাপ যার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত সকল সেবা স্বল্প সময়ে ও সহজে প্রদান করা যাবে এবং অভিভাবকরা শিক্ষার্থীকে তদারক করতে পারবে। অ্যাপটির নাম হবে "বিদ্যাসখা"

মেন্টর : প্রফেসর ড. তাহমিনা বেগম, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ সাইফুল ইসলাম ভূঁইয়া (১৬), প্রভাষক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, ফুলবাড়ী সরকারি কলেজ, দিনাজপুর	০১৭৩৬৮৭১৯৭৭
তোফাজ্জল হোসেন (১৮), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি ভিকু মেমোরিয়াল কলেজ, মানিকগঞ্জ	০১৪০১৪০৬৮৩৫
নওশিন তাহ্সিন (২৩), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাকা কলেজ, ঢাকা	০১৬২৭৮৩০৮৩৬
মোঃ নাসির উদ্দিন (৪১), প্রভাষক, সমাজকল্যাণ, বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ, বরগুনা	০১৭১৮৭৫১১৫১
মোঃ এনায়েত হোসেন (৬৫), প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা, গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	০১৭৩৩৮১১৫১২

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

- শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফি প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক সময় ও শ্রম ব্যায়িত হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের রেকর্ড না থাকায় পরবর্তীতে তা দেখা যায় না।
- মানসিক ও আর্থিক সমস্যার কথা বিভিন্ন কারনে কর্তৃপক্ষকে সরাসরি জানানো যায় না।
- সরাসরি শিক্ষক মূল্যায়নে কিছু বাধা রয়েছে।
- ক্লাস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথেই তা পাওয়া যায় না এবং ফলাফল সবসময় নিজের কাছে সংরক্ষণ কষ্টসাধ্য।
- শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, ফলাফল, পরীক্ষার তারিখ, ভর্তি ও বেতন প্রদানের তারিখ, সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য অভিভাবকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে পায় না।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

'বিদ্যাসখা' অ্যাপটিতে স্টুডেন্ট লগইন এবং গার্ডিয়ান লগইন থাকবে। যার ফলে অ্যাপটি শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক আলাদা আলাদা ব্যবহার করতে পারবে।

স্টুডেন্ট লগইনের ফিচার/সেবাসমূহ

ক) স্টুডেন্ট প্রোফাইল:

লগইন আইডি হবে সরকার প্রদত্ত ইউনিক আইডি/রেজি. নাম্বার।
নাম, ছবি, সর্বশেষ পাবলিক পরীক্ষার সার্টিফিকেটের কপি সংযুক্ত করতে হবে।

খ) ভর্তি ও বেতন প্রদান সেবা:

এই গ্রিডের মাধ্যমে ভর্তি ও বেতন প্রদানের নির্দিষ্ট তারিখে অপশন ওপেন হবে এবং নির্দিষ্ট অপশনে ক্লিক করলেই নির্ধারিত বেতন ও ভর্তি ফি দেখাবে। অ্যাপ থেকেই মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে তা পরিশোধ করা যাবে।

গ) উপস্থিতি ও ফলাফল:

বায়োমেট্রিক পদ্ধতির হাজিরা প্রতিদিন এ টুলটিতে দেখাবে।
শিক্ষার্থীর সদ্য ও বিগত সব ফলাফল গুলো এখানে জমা থাকবে এবং সে তা দেখতে পারবে।

অভিভাবক লগইনের ফিচার/সেবাসমূহ:

ক) গার্ডিয়ান প্রোফাইল:

এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর লগইন আইডির সাথে ইউনিক ডিজিট যোগ করে গার্ডিয়ান লগইন আইডি দেয়া হবে। অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার ও এর কপি সংযুক্ত করবে।

খ) উপস্থিতি ও ফলাফল:

অ্যাপ এর এই গ্রিডের মাধ্যমে একজন অভিভাবক সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও ফলাফল দেখতে পারবে।

গ) ভর্তি ও বেতন প্রদান:

শিক্ষার্থীর অ্যাপটির মত একই থাকবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবা শিক্ষার্থীর হাতের মুঠোয় থাকবে যা শ্রম, অর্থ, সময় সাশ্রয় করবে।
শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা সমূহ দ্রুত চিহ্নিত করা ও এর দ্রুত সমাধান করা প্রতিষ্ঠানের জন্য সহজতর হবে।
অভিভাবক তার শিক্ষার্থীকে অ্যাপটির মাধ্যমে খুব সহজে তদারকি করতে পারবে।

গ্রুপ নং-০৭

আইডিয়ার শিরোনাম : কলেজ শিক্ষায় স্মার্টকার্ড বাড়ায় উপস্থিতির হার

মেন্টর : প্রফেসর লানা হুমায়রা খান, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ মিজানুর রহমান (৮৮), প্রভাষক, উদ্ভিদবিদ্যা, দুয়ারীপাড়া সরকারি কলেজ, রূপনগর, ঢাকা	০১৭৩৬৮৭১৯৭৭
মোঃ খায়রুল আলম খান (১০০), প্রভাষক, মার্কেটিং, পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজ, পঞ্চগড়	০১৪০১৪০৬৮৩৫
মোঃ আরমান খান (১০৪), প্রভাষক, ইতিহাস, সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর	০১৬২৭৮৩০৮৩৬
সুস্মিতা নাসরীন (১০৯), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	০১৭১৮৭৫১১৫১
মোঃ সেলিম হাসান দুর্জয় (১৩৭), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর	০১৭৩৩৮১১৫১২
দিলরুবা আক্তার (১৬০), প্রভাষক, অর্থনীতি, নোয়াখালি সরকারি মহিলা কলেজ, মাইজদী, নোয়াখালী	০১৭৫৭৫২০৯৮৬

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

- শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফি প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের রেকর্ড না থাকায় পরবর্তীতে তা দেখা যায় না।
- মানসিক ও আর্থিক সমস্যার কথা বিভিন্ন কারনে কর্তৃপক্ষকে সরাসরি জানানো যায় না।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

ক। সদস্যদের কর্মবণ্টন সহজীকরণ

খ। ফেসবুকের আদলে কর্মক্ষেত্রের নেটওয়ার্ক

গ। প্রতিটি কাজের শেষে চেকমার্ক দিলে তারিখসহ ব্যক্তির নাম প্রজেক্ট বোর্ড লিস্টে সংরক্ষিত থাকবে। ফোলে, কোন কাজ কবে শুরু এবং শেষ হল, এবং কে সেটি শেষ করল, তা সহজেই দেখা যাবে।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক। আগে সব হাতে লিখে রাখতে হতো। কমিটির কোন সদস্য কী দায়িত্ব পালন করবেন তা ডিজিটালি দেখা যাবে।

খ। প্রত্যেকে আলাদা করে ফোন করে বা দেখা করে যোগাযোগ করতে হত। কিন্তু এই অ্যাপের ফোলে যোগাযোগ সহজ হবে। ফেসবুক যেমন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, ট্রেলো তেমনি একটি প্রোফেশনাল নেটওয়ার্ক। ফেসবুকে যেভাবে পোস্টের নিচে কমেন্ট করে আলোচনা করা যায়, ঠিক একইভাবে এখানেও টিম মেম্বারকে ট্যাগ করে আলোচনা করা যাবে। সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক বিষয় হল এখানে অ্যাডমিন প্যানেল যাদের প্রবেশাধিকার দেবেন, শুধু তাঁরাই এটি দেখতে পাবেন।

গ। যারা ট্রেলো বোর্ডের মেম্বার থাকবেন, তাঁরা সবাই একটি মাত্র ক্লিকের মাধ্যমে কর্মপ্রবাহ, সীটপ্ল্যান, পরীক্ষার রুটিন, আপলোডকৃত নম্বরপত্র- ইত্যাদি সমস্ত ডকুমেন্ট এক জায়গায় দেখতে পারবেন।

ঘ। কে কতটুকু কাজ করেছেন, তা এক নজরে দেখা যাবে। যেমন, যিনি খাতা দেখবেন, কমিটির মেম্বাররা তাঁকে মেনশন করে দিলেই তিনি নম্বরপত্র জমাদানসহ সমস্ত তারিখ সংক্রান্ত আপডেট নোটিফিকেশন আকারে পাবেন। তাই, তিনি যথাসময়ে নম্বরপত্র আপলোড করে দেবেন ট্রেলোতে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক। কাজে স্বচ্ছতা আসবে।

খ। এই আইডিয়া বাস্তবায়িত হলে প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য- প্রত্যেকে কাজের গতি প্রবাহ এক ক্লিকেই দেখতে পাবেন।

গ। এটি সম্পূর্ণ ফ্রি অ্যাপ।

গ্রুপ নং-০৯

আইডিয়ার শিরোনাম : এসো নিজেকে গড়ি

মেন্টর : মোঃ খোরশেদ আলম, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
আল আমিন (২১), প্রভাষক, সমাজকর্ম, চাঁদপুর সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁদপুর	০১৭৩৬৮৭১৯৭৭
মোঃ লালন মিয়া (৩৩), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শহীদস্মৃতি সরকারি কলেজ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	০১৪০১৪০৬৮৩৫
মোঃ শাহ আলম (৬০), প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা, শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর	০১৬২৭৮৩০৮৩৬
মোহাম্মদ নূরনবী (৭৪), প্রভাষক, ইতিহাস, শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার	০১৭১৮৭৫১১৫১
রাজীব চক্রবর্তী (৮৩), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা), ময়মনসিংহ	০১৭৩৩৮১১৫১২

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

সাধারণত বাংলাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে তারা সঠিক দিক নির্দেশনা পায় না। তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে অনেক ছাত্র-ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে অমনোযোগী থাকে এবং নিজস্ব আদর্শ, মূল্যবোধ, নৈতিকতাবোধ হারিয়ে তারা পাশ্চাত্য কালচার অনুসরণ করার কারণে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যায়। অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সমস্যার কারণে শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে। সমসাময়িক বিষয়াবলী সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং উদ্দেশ্যবিহীন পড়াশোনা করার কারণে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারে না।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- প্রত্যেক নতুন শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ১৫জন করে একেকটি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে।
- প্রত্যেক গ্রুপকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন শ্রেণি শিক্ষকের অধীনে দেয়া হবে। তিনি কাউন্সেলিং লিডার হিসেবে কাজ করবেন।
- প্রতি সপ্তাহে একটি ক্লাস ছুটির পর বা সুবিধাজনক সময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তার দায়িত্বাধীন ছাত্রছাত্রীদের সমস্যাবলী শুনবেন এবং সেগুলো সমাধানে পরামর্শ দিবেন, প্রয়োজনে কলেজ প্রশাসনের সহায়তা নিবেন।
- সাপ্তাহিক সিটিং এ ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, সমসাময়িক বিষয়াবলী, সামাজিক দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করবেন।
- ছাত্রছাত্রীদের পছন্দ অনুযায়ী ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও অভিষ্ট্য লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করবেন এবং সে অনুযায়ী তাদের পরিচালনা করবেন।
- প্রতিমাস অন্তর অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষের নিকট অগ্রগতি রিপোর্ট পেশ করবেন।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

- গ্রুপ ভিত্তিক নির্দিষ্ট শিক্ষকের অধীনে কাউন্সেলিং ও মোটিভেশন প্রদান।
- ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়তা।
- মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, নৈতিকতা ও সমসাময়িক বিষয়ে ধারণা প্রদান; যা তাদের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করবে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা প্রোফাইল সংরক্ষণ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান হবে। ফলে উপস্থিতি হার বাড়বে।
- শ্রেণিকক্ষে পাঠে মনোযোগী হবে।
- প্রতিষ্ঠানের ফলাফল ভালো হবে।
- দেশপ্রেম, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে।
- নিজেকে দক্ষ ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

গ্রুপ নং-১২

আইডিয়ার শিরোনাম : Green Technology ---------- Clean NAEM

মেন্টর : স্বপন কুমার নাথ, উপ-পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন, নায়েম)

নাম ও পদবী	মোবাইল
ড. ফারহানা হক (০৯), প্রভাষক. পদার্থবিজ্ঞান, যশোর সরকারি কলেজ, যশোর	০১৭৩৬৮৭১৯৭৭
মোঃ আশিকুল ইসলাম (৩১), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া	০১৪০১৪০৬৮৩৫
কাজল মাহমুদ (৪০), প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জাহাঙ্গীরপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ	০১৬২৭৮৩০৮৩৬
মোঃ রমজান আলী (৪৯), প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, সাপাহার সরকারি কলেজ, নওগাঁ	০১৭১৮৭৫১১৫১
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (৭৫), প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০১৭৩৩৮১১৫১২

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

সমস্যা ঃ বিদ্যুৎ সংকট, পরিবেশ দূষন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব, জীবাশ্ম জ্বালানী সংকট।
কারন ঃ ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী ও তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সম্পদের অপ্রতুলতা, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, সচেতনতার অভাব, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, যন্ত্রের উপর অতি নির্ভরতা, জীবাশ্ম জ্বালানীর অপরিকল্পিত ব্যবহার।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

বিদ্যুৎ ঘাটতি দূরীকরণে সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহার এবং রান্নার কাজে প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে বায়োগ্যাসের ব্যবহার করা হবে। এখানে বায়োগ্যাসের উৎস হবে নায়েম হতে সংগৃহিত সকল জৈব বর্জ্য পদার্থ। স্থির ডোম প্লান্টে এই জৈব বর্জ্য পদার্থকে Anaerobic ডাইজেশন পদ্ধতিতে পঁচিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করা হবে। এই প্লান্ট হবে যে জৈব অবশিষ্টাংশ পাওয়া যাবে তা Bio-fartilizer হিসাবে ব্যবহার করা হবে। অর্থ্যাৎ সমগ্র মডেলটি একটি বায়োগ্যাস প্লান্টকে ঘিরে ডিজাইন করা হবে। এর ফলে নায়েম একদিকে যেমন দূষণমুক্ত হবে, অন্যদিকে সবুজ প্রযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার বুকে একটি উদাহরন হয়ে উঠবে।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

- বিদ্যুৎ উৎপাদনে Dual Technology এর ব্যবহার।
- পরিবেশবান্ধব জ্বালানীর উৎস হিসাবে রান্নাঘরের বর্জ্যের ব্যবহার।
- পরিবেশকে সবুজায়ন করা। অর্থ্যাৎ পরিবেশকে তার সবুজ ফিরিয়ে দেওয়া।
- প্রযুক্তটি টেকসই ও সাশ্রয়ী।
- নায়েমকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি রোল মডেলে পরিণত করা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- প্রতিটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যুতে স্বাবলম্বী হবে।
- বিদ্যুৎ ঘাটতি অনেকাংশে দূর করা।
- নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস পাবে।
- পরিবেশ দূষণ কমবে।
- এই মডেলটির মাধ্যমে রাজধানীর বুকে সবুজ প্রযুক্তির দুয়ার উন্মোচিত হবে।

গ্রুপ নং-১৫

আইডিয়ার শিরোনাম : Student Unique ID

মেন্টর : মোঃ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ সোহেল রানা (০২), প্রভাষক, ইংরেজী, পীরগঞ্জ সরকারি কলেজ, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও	০১৭১৪৫৩৬৯৮৪
মোস্তাফিজার রহমান (০৪), প্রভাষক. রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, কুড়িগ্রাম	০১৭২৩৫০৯৩৩৬
শামছি আরা পারভীন (০৫), প্রভাষক. উদ্ভিদবিদ্যা, কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ, কুড়িগ্রাম	০১৭৬৫৯৪৮৫৪৫
মোঃ জাহিদ হাসান (১৩), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সরকারি মহিলা কলেজ, পঞ্চগড়	০১৬৭৭৮৫৫৭৩৭
মোছাঃ শিরিনা পারভীন (৩৫), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর	০১৭৯৫১৪২৬০২

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের আলাদা ইউনিক আইডি না থাকায় সারাদেশে প্রতিবছর প্রথম শ্রেনীতে কতসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তার সঠিক তথ্য জানা দুষ্কর ।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক. আমরা যদি প্রতি বছর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে ইউনিক আইডি দিয়ে দেশের সকল শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করাই তাহলে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা সহজেই জানা যাবে।
খ.প্রতিবছর মোট কত সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে তার সঠিক সংখ্যা সহজেই জানা যাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হবে ।
গ.এই ইউনিক আইডি দিয়ে সকল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ভর্তি হতে পারবে ।

ইনোভেশন প্রস্তাবে নতুন কি কি?

ক. প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ইউনিক আইডি প্রদান নিশ্চিতকরন ।
খ. সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আইসিটি ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতিকরন।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক. প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্বতন্ত্র শিক্ষা আইডি পাবে ।
খ. ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব হবে ।
গ. ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব ।
ঘ. প্রচলিত/এনালগ পদ্ধতির জটিলতার নিরসন হবে।

গ্রুপ নং-১৭

আইডিয়ার শিরোনাম : বৈচিত্র্যময় পাঠদান শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন

মেন্টর : ড. কল্যাণী নন্দী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
শুভ্র দেব (৯৭), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি বি এম সি মহিলা কলেজ, নওগাঁ	+৮৮০১৭১১৪৫৪৯৮৭ shubhroshetu@@gmail.com
এস. এম. আব্দুল্লাহ আল ওমর ফারুক (১০৮), প্রভাষক, বাংলা, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর	+৮৮০১৭১৭৫২৩৫২২ s.m.abdullahfaruque@gmail.com
মোঃ নাজমুল হক (১২১), প্রভাষক, বাংলা, রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ,রাজশাহী	+৮৮০১৭৩৭৯৫০৭০১ shuvrobangla08@gmail.com.
মোঃ রেজওয়ানুল ইসলাম আকন্দ (১২৬), প্রভাষক, বাংলা, সান্তাহার সরকারি কলেজ, আদমদিঘী, বগুড়া	+৮৮০১৭২৩৮৬০০২১ ahmedrejwon@gmail.com
মোঃ এরশাদ আলী (১৫১), প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর	+৮৮০১৭২২০৫৬৪০৫ arshad1929@gmail.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

১) ছাত্রছাত্রীদের একটানা পাঠগ্রহণে অনীহা।
২) শ্রেণিকক্ষে পাঠসংশ্লিষ্ঠ উপকরণের অভাব।
৩) শ্রেণীকক্ষে বৈচিত্র্যের অভাব।
৪) চিত্তবিনোদনের অভাব।
৫) শ্রেণির সাথে একাত্মতা বোধ না করা।
৬) শিক্ষকদের পাঠদানে বহুমাত্রিকতার অভাব।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

১) শিক্ষাদান কার্যক্রমকে বাস্তবমুখি ও প্রায়োগিক করা।
২) সংশ্লিষ্ঠ কলেজ ও বিষয়সংশ্লিষ্ঠ শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ঠ উপকরন (সহজলভ্যতার ভিত্তিতে) সরবরাহ করতে পারে।
৩) শ্রেণিকক্ষে বৈচিত্র্য আনয়নে ক্লাসের বাইরে ক্লাস নেওয়া যেতে পারে।
৪) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পাঠচক্র, দলীয় কাজ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আনন্দ প্রদান।
৫) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহন বাড়ানো (রোল অনুযায়ী প্রতিদিন ০৫ জন শ্রেণি ব্যবস্থাপক রাখা)।
৬) প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে পাঠসংশ্লিষ্ঠ নতুন ধারণা প্রদান।

ইনোভেশন প্রস্তাবে নতুন কি কি?

১) শ্রেণিকক্ষের বাইরে পাঠদান ।
২) পাঠপদ্ধতি সহজ, কার্যকর ও আনন্দদায়ক হবে।
৩) ক্লাসভীতি ও পরীক্ষাভীতি দূর হবে।
৪) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে ।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

১) শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও পাঠে মনোযোগ বাড়বে।
২) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে ।
৩) শিক্ষার্থীদের সাথে আইডিয়া বিনিময়ের ফলে নতুন জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে।
৪) সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফলে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

গ্রুপ নং-১৮

আইডিয়ার শিরোনাম : পার্কিং (বাইসাইকেল ও মটরসাইকেল) ব্যাবস্থাপনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা

মেন্টর : শামসুন আক্তার সিদ্দিকী, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল ও ই-মেইল
উত্তম কুমার রায় (২৮), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ পিরোজপুর	০১৭৪৭৫৮৮৬৩৮ uttamkdu@gmail.com
মোঃ জসিম উদ্দিন (২৯), প্রভাষক, মার্কেটিং, সরকারি বি. এল কলেজ, খুলনা	০১৭৩৭০৩৫১৪৭ jasimmkt91@gmail.com
মিঠুন কুমার ঘোষ (৩৪), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া	০১৯১৫০৩১৮৭৮ mithun.ghosh.mba@gmail.com
মোঃ মানিক হোসেন (৪৭), প্রভাষক, পরিসংখ্যান, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	০১৭৩৯৯৩৮৮১১ manik.h1985@gmail.com
মোঃ আলমগীর কবীর (৬১), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর	০১৭১২৯৫২৮১০ ksab2021@gmail.com
মোঃ আহসানুজ্জামান (১১৩), প্রভাষক, অর্থনীতি, বোয়ালমাড়ী সরকারি কলেজ, ফরিদপুর	০১৭২২৫৯২৫৯৪
সুমাইয়া আহ্‌মেদ (১১৯), প্রভাষক, সমাজকল্যাণ, সদরপুর সরকারি কলেজ, ফরিদপুর	০১৭১৭৩৬০৫৩৩
খাদিজা আকন্দ (১২৪), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর	০১৯১৪৯২১৬৪৩
মোঃ ইয়াদ আলী মোল্লা (১৩৩), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর	০১৭১৯৩২০২১৯
সাবেরা ফারহানা (১৪৯), প্রভাষক, মার্কেটিং, রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী	০১৮৪৫৯০৩৬৮৯

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

কলেজসমূহে বাইসাইকেল ও মটরসাইকেল পার্কিং এর ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও যত্রতত্র পার্কিং এর ফলে জায়গার অপচয় হয় ও কলেজ প্রাঙ্গণের নান্দনিকতা বিনষ্ট হয়। ব্যক্তিগত বাহনের নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে না।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সাইকেল গ্যারেজে অথবা নতুন কক্ষের মেঝেতে চাকার আকার অনুযায়ী যান্ত্রিক লক তৈরি করা হবে। লক সিস্টেমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভাইস সংযুক্ত থাকবে যা শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় বায়োমেট্রিক ডাটাবেসের সাথে যুক্ত থাকবে। বাইসাইকেল বা মটর সাইকেলের শিক্ষার্থীরা তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে তাদের স্ব স্ব বাহনের চাকা লক করবে এবং একই প্রক্রিয়ায় আনলক করবে।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

যান্ত্রিক লক, ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যবহার, অটোমেশন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- কলেজ প্রাঙ্গণের নান্দনিকতা বৃদ্ধি পাবে।
- জায়গার অপচয় রোধ করা যাবে।
- নিরাপত্তা প্রহরীর প্রয়োজন হবে না।

গ্রুপ নং-১৯

আইডিয়ার শিরোনাম : কলেজ -ই-ওয়ান স্টপ সার্ভিস

মেন্টর : ডা. সাফায়েত আলম, সহকারি পরিচালক (অর্থ), নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল ও ইমেইল
মোঃ রফিকুল ইসলাম (১০), প্রভাষক, ইংরেজী, তালা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা	০১৭২৪০৯৫৯৬৩ rafikuljun@gmail.com
মোঃ মানিরুজ্জামান (১২), প্রভাষক, রসায়ন, সরকারি এম এম কলেজ, যশোর	০১৭১৭৮৮৮৮৯৩ monir.accedu@gmail.com
মোঃ রাকিব উদ্দিন (৫২), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া	০১৯২৩৬৭৫২১০ rakib5210@gmail.com
মোঃ ওয়ালীউল্লাহ (৫৪), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭৪৫৭৭৩৯৪৯ waliullahmd222du@gmail.com
মোঃ আলমগীর হুসাইন (৬৭), প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, সরকারি কেএমএইচ কলেজ, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ	০১৭২৩৭৭৭৭৪৮ alamgir_zool @yahoo.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থী -অভিভাবক তথা সুবিধাভোগীরা কলেজে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন-

- কারিকুলাম, সিলেবাস, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য
- অ্যাস্যাইনমেন্ট তৈরী, গবেষণা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে রেফারেন্স বই নির্বাচন
- তথ্য প্রাপ্তিতে বিলম্ব
- বিভিন্ন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা যেমন- ইভটিজিং, মাদকাসক্তি
- ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অনুপস্থিতি ও ঝরে পড়া
- ক্লাসে অনুপস্থিতি কারণে পাঠের ঘাটতি
- কাউন্সেলিং এর অভাব

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

- কলেজের সকল কর্মকাণ্ড একটি ডেটাবেস এ আর্কাইভ আকারে সংরক্ষিত থাকবে।
- অ্যাপস, ফেসবুক ক্লোসড গ্রুপ, ইউটিউব চ্যানেল এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়া হবে।
- অ্যাপস এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কারিকুলাম, সিলেবাস এবং রেফারেন্স বইয়ের তথ্য পাবে।
- ফেসবুক ক্লোসড গ্রুপ, ইউটিউব চ্যানেল ও লাইভ কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে তারা ই-কাউন্সেলিং সেবা পাবে।
- কলেজে শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে যারা এই কর্যক্রম তাদারকি করবে
- ক্লাসগুলো ভিডিও আকারে আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকবে কোন শিক্ষার্থী ক্লাস মিস করলে তা অনলাইনে দেখে নিতে পারবে।
- অভিভাবক বৃন্দের সাথে যোগাযোগ সহজ হবে।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কি কি?

- সকল শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ সহজীকরণ সম্ভব
- ক্লাস মিস করলে তা শিক্ষার্থীরা পুরনরায় দেখতে পাবে
- কোন প্রকার নতুন তথ্য আর্কাইভে সংযুক্ত হলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীদের মোবাইলে এসএমএস আকারে পৌছে যাবে।
- তথ্য অনলাইন আর্কাইভে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে সহজ ব্যবহার।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- রেফারেন্স বই নির্বাচন সহজ হবে।
- সিলেবাস, কারিকুলাম, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত ও সহজ সমাধান।
- ই- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার দ্রুত সমাধান।
- ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতি ও ঝরে পড়া রোধকল্পে ই-কাউন্সেলিং গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।
- যেকোন ধরনের সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে।
- অভিভাবকদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন সহজ হবে।

গ্রুপ নং-২০

আইডিয়া শিরোনাম : কলেজের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে Project Management App (Trello) এর ব্যবহার

মেন্টর : জাহাঙ্গীর কবীর, সহকারি পরিচালক, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ মহিদুর রহমান (৪৫), প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান, সরকারি বিএম কলেজ, বরিশাল	০১৭৩৬৮৭১৯৭৭
মনোজিত মন্ডল (৬৩), প্রভাষক অর্থনীতি, তালা সরকারি কলেজ, তালা, সাতক্ষীরা	০১৪০১৪০৬৮৩৫
মোঃ ফেরদৌস শিকদার (৭৮), প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান, সরকারি এম এম কলেজ, যশোর	০১৬২৭৮৩০৮৩৬
সুস্মিতা শ্যামা (৯০), প্রভাষক, ইংরেজী, শ্রীনগর সরকারি কলেজ, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	০১৭১৮৭৫১১৫১
মোঃ সালাহ উদ্দিন (১৫৩), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৩৩৮১১৫১২

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

ক। কমিটির সদস্যরা এক এক জন এক এক সময়ে ক্লাসরুমে পাঠদানের দায়িত্বে থাকেন বলে সবাই একই সময়ে মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন না। ফলে কমিটির গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সবাই অবহিত থাকেন না।
খ। কমিটির কর্মপ্রবাহ ডিজিটালি সংরক্ষণ করা হয় না।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

ক। সদস্যদের কর্মবণ্টন সহজীকরণ
খ। ফেসবুকের আদলে কর্মক্ষেত্রের নেটওয়ার্ক
গ। প্রতিটি কাজের শেষে চেকমার্ক দিলে তারিখসহ ব্যক্তির নাম প্রজেক্ট বোর্ড লিস্টে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে, কোন কাজ কবে শুরু এবং শেষ হল, এবং কে সেটি শেষ করল, তা সহজেই দেখা যাবে।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক। আগে সব হাতে লিখে রাখতে হতো। কমিটির কোন সদস্য কী দায়িত্ব পালন করবেন তা ডিজিটালি দেখা যাবে।
খ। প্রত্যেকে আলাদা করে ফোন করে বা দেখা করে যোগাযোগ করতে হত। কিন্তু এই অ্যাপের ফলে যোগাযোগ সহজ হবে। ফেসবুক যেমন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, ট্রেলো তেমনি একটি প্রোফেশনাল নেটওয়ার্ক। ফেসবুকে যেভাবে পোস্টের নিচে কমেন্ট করে আলোচনা করা যায়, ঠিক একইভাবে এখানেও টিম মেম্বারকে ট্যাগ করে আলোচনা করা যাবে। সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক বিষয় হল এখানে অ্যাডমিন প্যানেল যাদের প্রবেশাধিকার দেবেন, শুধু তাঁরাই এটি দেখতে পাবেন।
গ। যারা ট্রেলো বোর্ডের মেম্বার থাকবেন, তাঁরা সবাই একটি মাত্র ক্লিকের মাধ্যমে কর্মপ্রবাহ, সীটপ্ল্যান, পরীক্ষার রুটিন, আপলোডকৃত নম্বরপত্র- ইত্যাদি সমস্ত ডকুমেন্ট এক জায়গায় দেখতে পারবেন।
ঘ। কে কতটুকু কাজ করেছেন, তা এক নজরে দেখা যাবে। যেমন, যিনি খাতা দেখবেন, কমিটির মেম্বাররা তাঁকে মেনশন করে দিলেই তিনি নম্বরপত্র জমাদানসহ সমস্ত তারিখ সংক্রান্ত আপডেট নোটিফিকেশন আকারে পাবেন। তাই, তিনি যথাসময়ে নম্বরপত্র আপলোড করে দেবেন ট্রেলোতে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটালি সংরক্ষিত থাকবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক। কাজে স্বচ্ছতা আসবে।
খ। এই আইডিয়া বাস্তবায়িত হলে প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য- প্রত্যেকে কাজের গতিপ্রবাহ এক ক্লিকেই দেখতে পাবেন।
গ। এটি সম্পূর্ণ ফ্রি অ্যাপ।

গ্রুপ নং-২৪

আইডিয়ার শিরোনাম : সেরা ছাত্র তৈরিতে বিকল্প মুল্যায়ন ও প্রদোদনা/Altenative Assessment and Initiative for Students' Excellence (AAISE)

মেন্টর : শেখ মোহাম্মদ আলী, প্রশিক্ষণ বিশেজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
মোঃ মোসলেম উদ্দিন (১৯), প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ	০১৭১০৩২৪২৯৮
মোঃ রেজাউল হক সরকার (২৫), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, সাতকানিয়া সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম	০১৭২২১০৪৭৫৭
শফিকুল ইসলাম (৪৬), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার	০১৯২৮১৮৮৪৮৬
নজরুল ইসলাম (৪৮), প্রভাষক, ইংরেজী, রাজবাড়ী সরকারি কলেজ, রাজবাড়ী	০১৭৩২৭৪৩০০৭
রেবেকা সুলতানা (৭২), প্রভাষক, দর্শন, সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা	০১৬৭৬৯৩৩৬৮০
প্রণব মজুমদার (৭৩), প্রভাষক, গণিত, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম	০১৯১১৭৮৮৩০৪

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

- শুধু একাডেমিক ফলাফলের মাধ্যমে ছাত্র মূল্যায়ন হয়। ফলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক বাদ পড়ে যায়।
- সার্বিক মূল্যায়নের অভাবে প্রতিভাবান ছাত্রদের শাণিত করা যাচ্ছে না।
- নৈতিক শিক্ষার অভাব বেড়ে যাচ্ছে ও আচরণ শৃঙ্খলা সমস্যা বিরাজমান
- ছাত্র শিক্ষকের সু সম্পর্ক কমে যাচ্ছে।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

সেরা ছাত্র তৈরিতে বিকল্প মুল্যায়ন ও প্রণোদনা/Alternative Assessment and Initiative for Students' Excellence (AAISE) – এই আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য ত্রৈমাসিকভিত্তিতে বিকল্প মূল্যায়ন চালু করা হবে।
সেরা ছাত্র তৈরি বলতে যোগ্য ও গুণগত উন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে বুঝাচ্ছি ।
বিকল্প মূল্যায়ন নিম্নোক্ত ৫ টি নির্দেশক (Indicators) ও মান (Value) ধরা হবে
ক) নিয়মিত উপস্থিতি-০৫
খ) আচরণিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-০৫
গ) শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ-০৫
ঘ) সহ শিক্ষা কার্যক্রম- ০৫
ঙ) একাডেমিক ফলাফল-১০
মানের (৩০) ভিত্তিতে প্রতি তিনমাসে তিনজনকে বা ততোধিক শিক্ষার্থীকে ১ম,২য় ও ৩য় বাছাই করে প্রণোদনা চালু করা হবে।
ত্রৈমাসিক মূল্যায়নের দিনটি বর্ণাঢ্য করতে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান করা হবে।
উদযাপনের দিনে অভিভাবক ও বিভিন্ন অতিথিদের আমন্ত্রণ করা হবে এবং প্রেষণামূলক বক্তব্যের ব্যবস্থা রাখা হবে।
ধারণা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের ফান্ড থেকে সাধ্যমতো বাজেট নেওয়া হবে।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কি কি?

- সেরা ছাত্র যাচাইয়ে একাডেমিক ফলাফলের বাহিরেও অন্যান্য নির্দেশক মূল্যায়ন
- প্রণোদনার মাধ্যমে প্রতিভাবানদের প্রেষণাদান
- পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় গঠণমূলক প্রতিযোগিতা তৈরি করা
- নৈতিক ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক তৈরি হবে

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

- সবার মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হবে
- গুণগত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থী তৈরি হবে
- প্রণোদনার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে প্রেষণা তৈরি হবে

গ্রুপ নং-২৯

আইডিয়ার শিরোনাম : বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের সমন্বিত তথ্য সম্বলিত একটি অ্যাপ তৈরিকরণ।

মেন্টর : সোহেল হাসান গালিব, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, নায়েম

নাম ও পদবী	মোবাইল
হানিফ সিকদার (২৬), প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭৩৬৮৭১৯৭৭
শিরিন সুলতানা (৩৮), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৪০১৪০৬৮৩৫
মোঃ রবিউল হোসেন (৩৯), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম	০১৬২৭৮৩০৮৩৬
রাবেয়া খাতুন রুবি (৪৪), প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা, সরকারি সুফিয়া মহিলা কলেজ, মাদারিপুর	০১৭১৮৭৫১১৫১
শেখ নূর কুতুবুল আলম (৫৭), প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ সরকারি কলেজ, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	০১৭৩৩৮১১৫১২
সোহেল মাতুব্বার (৭০), প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৯৩৭৪২৯০৬

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

কর্মকর্তাদের চাকরী সংক্রান্ত নানামুখী সমস্যা হচ্ছে।
ক) প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে যোগাযোগের সমস্যা।
খ) চাকরি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সঠিক সময়ে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তি।
গ) গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবজনিত সমস্যা।
ঘ) মাউশিতে যে তথ্য আছে তা যথেষ্ঠ নয়।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের চাকরি সংক্রান্ত এবং গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত একটি অ্যাপ থাকবে। যেখানে ব্যাচভিত্তিক, বিষয়ভিত্তিক ও পদবিভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে কোন কর্মকর্তার সাথে সহজে যোগাযোগ করার জন্য সার্চ অপশন থাকবে। যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে শর্ট মেসেজ অপশন থাকবে। এছাড়া ব্যাচভিত্তিক প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংরক্ষিত থাকবে। কর্মকর্তাদের প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট বা পাবলিকেশনের সংগ্রহ থাকবে। অ্যাপটি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কর্মকর্তাদের ভেরিফিকেশনের জন্য অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য দপ্তরের প্রধানদের অথোরাইজেশনের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।

ইনোভেশন/সমাধান প্রস্তাবে নতুন কি কি?

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের নাম, ফোন নম্বর, বিষয়, পদবি, বিসিএস ব্যাচ, উচ্চতর ডিগ্রি যেকোন এক বা একাধিক তথ্যের ভিত্তিতে যোগাযোগ করা সহজ হবে। ক্যাডার কর্মকর্তাদের গবেষণা কাজ সহজীকরণ হবে। প্রশিক্ষণের তথ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অ্যাপ থেকে সহজে সংগ্রহ করতে পারবেন। পারদর্শিতা ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগে এ ক্যাডারের চৌকস কর্মকর্তাদের পদায়ন, প্রেষণ ইত্যাদি দেয়া যাবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ সহজ হবে। বিভিন্ন ডকুমেন্ট সহজে পাওয়ায় ভোগান্তি কমবে। গবেষণা সংক্রান্ত কাজে কর্মকর্তারা উৎসাহী হবেন। চৌকস কর্মকর্তাদের বিভিন্ন পদে আনয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ সেবা পাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জিত হবে।

গ্রুপ নং-৩১

আইডিয়ার শিরোনাম : HSC নির্বাচনী পরীক্ষা পরবর্তী শিক্ষার্থীদের কলেজ পাঠে সংযুক্তকরণে Google Meet

মেন্টর : সাহিদা সুলতানা, সহকারি পরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন)।

নাম ও পদবী	মোবাইল
প্রদীপ ভক্ত (১১৮), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭৫৭৪৮৪৯৯৩ pradipbhakta222@gmail.com
শামীমা নাসরিন (১৩০), প্রভাষক, অর্থনীতি, কোটালীপাড়া শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জ	০১৭১২০৬০৮৩৯ nshameem7@gmail.com
কার্জন গায়েন (১৪০), প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর	০১৭৩৬৭৫৬৩৫৩ gayencarzon18th@gmail.com
হাফিজুর রহমান (১৫৬), প্রভাষক, বাংলা, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম	০১৭৩৪১৮৮৯৯৭ hafiz.cu.b@gmail.com

সমস্যার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি

ক) নির্বাচনি পরীক্ষার পর HSC পরীক্ষার্থীদের কলেজ এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
খ) পাঠে অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পায়।
গ) চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন বিষয়ে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়।
ঘ) পরীক্ষা ভীতি বৃদ্ধি পায়।
ঙ) অলসতা বা বিষণ্নতা বৃদ্ধি পায়।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক) সবাইকে অ্যাপস ব্যবহারে পারদর্শী করে তুলতে হবে।
খ) পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
গ) লিখিত পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
ঘ) মডেল টেস্ট গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত প্রস্তুতির মূল্যায়ন করতে হবে।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ/লক্ষ্য:

ক) Google Meet অ্যাপস-এর মাধ্যমে নির্বাচনি পরীক্ষার পর HSC পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত রাখা।
খ) প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তুলনামূলক ভালো ফলাফল অর্জনের প্রচেষ্টা।
গ) মডেল-টেস্ট গ্রহণের মাধ্যমে অগ্রগতি পর্যালোচনা।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?

ক) পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের সংস্পর্শে থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান।
খ) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অর্থাৎ গুণগত শিক্ষা অর্জনে ভূমিকা রাখবে।
গ) অপেক্ষকৃত দুর্বল পরীক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল অর্জনে সক্ষম হবে।
ঘ) শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

একনজরে ১৫৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ইনোভেশন শোকেসিং

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ